Cyber Support for
Women & Children

FEMINIST OPPORTUNITIES NOW

নারী ও শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা প্ল্যাটফর্ম এর ০৭ দফা দাবীসমুহ

দেশে ইন্টারনেটের ব্যবহারের ফলে সাইবার জগতের অধিকার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে। অনলাইনে সংঘটিত বিভিন্ন সহিংসতার মধ্যে নারী ও শিশু সম্পর্কিত ঘটনাগুলো স্পর্শকাতর হওয়ার কারণে অনেক ভুক্তভোগী যথাযথ প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে অক্ষম হন। এই পরিস্থিতিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে গত ২০২২ সালে ১৪টি সংগঠনের সমন্বয়ে "সাইবার সাপোর্ট ফর উইম্যান এন্ড চিলড্রেন" নামক প্লাটফর্ম গঠন করা হয়েছে।

"সাইবার সুরক্ষায় সচেতনতা গড়ি, নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি" এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমাদের এ প্ল্যাটফর্মটি দনিম্নোক্ত ৭ দফা দাবীসমুহ বাস্তবায়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে।

স্বল্পমেয়াদী দাবীসমুহ

আইনগত সংস্কার:

১. সাইবার আইনে প্রযুক্তি- নির্ভর যৌন সহিংসতাকে অন্তর্ভুক্ত করা:

অনলাইনে নারীদের সম-অংশগ্রহণ, ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের জন্য সেই সাথে অনলাইনে আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-censorship) সংস্কৃতিকে প্রতিকারের জন্য সাইবার আইনে প্রযুক্তি-নির্ভর যৌন সহিংসতার ধরন বিশেষ করে ডক্সিং এবং সাইবার গ্রুমিংয়ের মতো অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করা হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সংস্থাগুলোর দ্বারা প্রণীত সংজ্ঞা, এবং গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর অ্যাকশনের সংজ্ঞা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

২. ডিজিটাল ফরেনসিক সাক্ষ্যকে আমলে নেয়া বাধ্যতামূলক করা:

সাইবার অপরাধের বিচারিক কার্যক্রমে ডিজিটাল ফরেনসিক প্রমাণ দাখিলের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়নি, যার ফলে প্রমাণ গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অসঙ্গত মানদণ্ড তৈরি হয় এবং ন্যায়বিচার ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়ে যায়। তাই ডিজিটাল ফরেনসিক সাক্ষ্যকে সাইবার অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য আমলে নেয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য সাইবার আইনে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

Webpage

Facebook Page

বিস্তারিত জানতে স্ক্যান করুন

প্ল্যাটফর্ম সদস্যদের হেল্পলাইন:

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)- ০১৭১৫-২২০২২০
সাইবার ক্রাইম অ্যাওরনেস ফাউন্ডেশন- ০১৯৫৭-৬১৬২৬৩
সাইবার টিনস ফাউন্ডেশন- ১৩২১৯

Cyber Support for
Women & Children

FEMINIST OPPORTUNITIES NOW

দীর্ঘমেয়াদী দাবীসমূহ

আইনগত সংস্কার:

৩. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ সংশোধন:

দণ্ডবিধি, ১৮৬০, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ এবং সাইবার সুরক্ষা আইন, ২০২৬ এ তিনটি আইনে 'অশ্লীলতা' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও সুনির্দিষ্ট বিচারিক সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়নি যার কারণে পর্নোগ্রাফিক কন্টেন্ট সংক্রান্ত একই অপরাধের জন্য র-এর অধীনে একাধিক মামলা পরিচালনার সুযোগ তৈরি হবে। তাই পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২-কে সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশের মাধ্যমে সংশোধন করে ডিজিটাল অসম্মতিপূর্ণ পর্নোগ্রাফিকে অপরাধ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা জরুরী।

৪. ভুক্তভোগীর সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত প্রমাণাদির যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা:

অনলাইন সহিংসতায় নারী ভুক্তভোগীর সংবেদনশীল এবং ব্যক্তিগত প্রমাণাদি যথাযথ গোপনীয়তা বজায় রেখে সংরক্ষণ এবং আদালতে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুক্তভোগীর পরিচয় প্রকাশ না করা এবং ভুক্তভোগী সাক্ষাতকার কিংবা কোনরূপ তথ্য-উপাত্ত প্রচার থেকে বিরত রাখার নির্দেশনা আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ব্যক্তিগত প্রমাণাদির যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সত্ত্বা বা সেবা প্রতিষ্ঠানের করনীয় নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার:

৫. বিশেষ সাইবার ক্রাইম সেল গঠন করা:

ডিজিটাল ইন্টারমিডিয়ারি প্ল্যাটফর্মগুলোর (যেমন: মেটা, টিকটক, এক্স, ইমো এবং অন্যান্য) সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান, লিঙ্গভিত্তিক সংবেদনশীল তথ্য-উপাত্ত অপসারন এবং সাইবার অপরাধ দমনে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পুলিশ বিভাগের অধীনে একটি বিশেষ সাইবার ক্রাইম সেল গঠন করা সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক, যাতে অতিরাষ্ট্রিক (Extra-territorial Jurisdiction) অনলাইন সহিংসতা ও সাইবার অপরাধের ভুক্তভোগীরা দ্রুত প্রতিকার পেতে পারে।

৬. বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনলাইন সহিংসতার সংবেদনশীলতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

নারী, শিশু ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রযুক্তিনির্ভর লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (TFGBV) এবং অনলাইন বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য, ভুয়া তথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য মোকাবিলায় পুলিশ কর্মকর্তাদের, বিশেষ করে পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন (PCSW), বিচারক এবং আইনজীবীর জন্য এই সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন।

৭. শিক্ষা পাঠ্যক্রমে ডিজিটাল সাক্ষরতা সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা:

প্রযুক্তি-উদ্ভূত যৌন সহিংসতা সম্পর্কে ধারণা এবং প্রচলিত নেতিবাচক সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তন করার জন্য অনলাইনের সতর্ক ব্যবহার, প্রযুক্তি-উদ্ভূত সহিংসতার বিভিন্ন ধরন এবং প্রতিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর থেকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্যসূচি সংশোধন করা দরকার।

Cyber Support for
Women & Children

FEMINIST OPPORTUNITIES NOW

07 point demands

of the Cyber Support for Women & Children Platform

With the growing use of the internet in Bangladesh, the need to safeguard rights in the cyber space is rapidly growing. Among the various forms of violence that occur online, incidents involving women and children are often highly sensitive, often leaving survivors unable to take appropriate preventive or remedial action. To combat this situation, in 2022 a platform named **"Cyber Support for Women and Children"** was formed through the collaboration of 14 organizations. With the slogan **"Raise awareness on cyber safety, ensure the security of women and children,"** this platform is actively working to implement a seven-point demand for change.

Short-term demands

Legal reform

1. Criminalising technology-facilitated sexual violence under cyber law:

To ensure equal participation and empower women in online, and to counter the prevailing culture of self-censorship on the internet, forms of technology-facilitated gender-based sexual violence, particularly doxxing, and cyber grooming should be defined as criminal offences. In doing so, the definitions adopted by United Nations agencies and the Global Partnership for Action shall be followed as guiding standards.

2. Digital Forensic Evidence must be made mandatory:

In judicial proceedings related to cybercrime, the submission of digital forensic evidence has not been made mandatory. As a result, inconsistent standards of evidence admissibility arise, potentially undermining the delivery of justice. That's why, it is necessary to amend the Cyber Laws to make the consideration of digital forensic evidence mandatory for the resolution of cyber complaints.

Webpage

Facebook Page

Scan for more

Helpline Number of the Platform members:

Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)- 01715-220220
Cyber Crime Awareness Foundation- 01957-616263
Cyber Teens Foundation- 13219

Cyber Support for
Women & Children

FEMINIST OPPORTUNITIES NOW

Long-term demands

Legal reform

3. Amendment of The Pornography Control Act, 2012:

Although under the Penal Code, 1860, Pornography Control Act, 2012 and the Cyber Security Act, 2026 all included provisions on "obscenity". However, none of them clearly define judicial boundaries; This ambiguity creates scope for prosecuting the same offense involving pornographic content under multiple overlapping statutes, which may lead to legal inconsistency and procedural complications. Therefore, the Pornography Control Act, 2012 should be amended through the Cyber Security Ordinance to specifically criminalise digital non-consensual pornography and ensure proper implementation of the law.

4. Ensuring the confidentiality of sensitive and personal information about the victims:

All the sensitive and private information about the female victims must be preserved with strict confidentiality for storage and court presentation. In this regard, legal provisions must prohibit the disclosure of survivors' identities in the media and on social platforms and restrict the publication of interviews or personal data related to survivors. Furthermore, a comprehensive policy should be developed outlining the responsibilities of individuals, entities, and service providers in safeguarding the privacy of personal evidence.

Institutional reform

5. Establishing a specialised cybercrime cell:

It is essential to establish a special Cyber Crime Cell under the police department to directly communicate with digital intermediary platforms (such as Meta, Tiktok, X, Imo and others) for prompt information exchange, removal of gender sensetive content, and take coordinated action in combating cybercrime. Additionally, there must be arrangements for training to enhance the necessary skills of the relevant officials, so that victims of extra-territorial jurisdiction online violence and cybercrime can receive timely remedies."

6. Training relevant justice sector actors on the sensitivity of online violence:

To effectively address technology-facilitated gender-based violence (TFGBV), as well as online hate speech, misinformation, and disinformation targeting women, children, and marginalized communities, it is essential to train police officers particularly those in the Police Cyber Support for Women (PCSW) unit, as well as judges and legal professionals.

7. nclusion of Digital Literacy in the Educational Curriculum

To raise awareness and change harmful social norms related to technology-facilitated sexual violences, digital literacy including safe online use it is necessary to revise the curriculum from secondary education onwards to include topics such as conscious use of online platforms, different forms of technology-based violence, and the various methods of redress available.